Improve the possibilities...

সিমেক ফাউন্ডেশন

SIMEC FOUNDATION

প্রতিষ্ঠাতা

ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা একটা বড় রকমের দায়িত্ববোধের ব্যাপার। এই পৃথিবীর প্রতিটি জীব জন্মসূত্রেই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়ে জন্ম নেয়। সৃষ্টির সেরা জীব আমরা এই মানুষেরা হয়ত দলবদ্ধ কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারি না; কিন্তু যার যার অবস্থানে থেকে নিজের অজান্তে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করি সব সময়। হয়ত আমরা কেউ সেভাবে এটা খেয়াল করি; কিংবা কেউ করি না।

আমাদের শুরুটাও প্রথমে সেরকমই হয়েছিল। “দেশের তথা সমাজের জন্যে কিছু একটা করা দরকার” - এই জাতীয় মানসিকতা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কাজ আমরা শুরু করেছিলাম। শুরুতে সবাই যা করে অনেকটা সেরকমই। মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান, বিপদগ্রস্তের পাশে থাকা, গরীবকে সাহায্য প্রদান করা, কাউকে চিকিৎসা সাহায্য দেয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে থাকা, শীতবস্ত্র বিতরণ, কাঙ্গালী ভোজ সহ নানাবিধ সমাজ সেবামূলক কাজ আমরা করেছি অনেকবার অনেকভাবে।

একটা পর্যায়ে মনে হয়েছে এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু না করে লক্ষ্য স্থির করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগানো দরকার। সেই চিন্তা থেকেই সিমেক গ্রুপের সহযোগীতায় সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার উপযোগী করে গড়ে তুলতেই তাঁর এই উদ্যোগ।

সেই থেকে সিমেক ফাউন্ডেশন জাতির সেবায় জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে জনসচেতনামূলক কর্মসূচী সহ বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করে আসছে।

- **সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি**
- **আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**
- **আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**
- **শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক**
- **মাওলানা ইব্রাহিম বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র**
- **নগেন্দ্র চন্দ্র পাঠাগার**
- **সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব**
- **জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী**

সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি

সিমেক গ্রুপের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন এর পিতা মরহুম আব্দুল মজিদ সরদার এবং মাতা মরহুমা সাহিয়া বেগম এর নামে নামকরণ হয়েছে 'সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি'। এটি একটি সম্পূর্ণ অলাভজনক, অরাজনৈতিক সেবামূলক শিক্ষা সহায়ক প্রকল্প। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সার্বিক উন্নয়নে খানিকটা ভূমিকা রাখাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আব্দুল মজিদ সরদার ছিলেন একজন অত্যন্ত দরদী সমাজকর্মী। তিনি ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাবা-মা দুজনেই সমাজ সেবার এই মহান ব্রতে কাজ করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করার। তাঁদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তাঁদেরই সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন ১৯৯৮ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ২০০০ সালের শুরুতেই জন্ম হয় সিমেক ফাউন্ডেশনের। একই সালের একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সিমেক ইন কর্পোরেশন। তখনও সিমেক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। সফটওয়্যার হাউজ হিসেবে সিমেক ইন কর্পোরেশন হাটি হাটি পায়ে চলতে শুরু করেছে কেবল। সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর সকল কার্যক্রমকে একটি সময় উপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক প্রকল্প হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সিমেক ইন কর্পোরেশন সার্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। পরবর্তীতে সিমেক গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পায়। তখন থেকেই "সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি" সিমেক ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্প হিসেব পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ গ্রাম বাংলার মানুষদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটু সহযোগীতা প্রদানকল্পে এই কর্মসূচী সামান্য হলেও ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাবঞ্চিত গ্রাম বাংলাকে আলোকিত করে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের নিয়ে একটি আধুনিক সোনার বাংলা গড়াই এই প্রকল্পের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' খুবই পরিচিত দুটি শব্দ; অতীব প্রয়োজনীয় একটি কথা। কথাটা এখন বাংলার মানুষের মুখে মুখে। কথাটা চালুর প্রথম দিকে কিছু কিছু মানুষেরা এটাকে নিয়ে হাসি মশকরা করতো; ব্যঙ্গ করতো। এখন আর করে না; এখন গর্ব করে। বুক উঁচিয়ে গর্ব করার মতই একটা বিশাল ব্যাপার। শুরুর দিকে মানুষ বুঝতে পারেনি কথাটার ব্যাপকতার বিশালতা। উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত এই কর্মসূচী যে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তা এখন সহজেই অনুমান করা যায়। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষেরা এর সুফল এখন উপভোগ করছে।

কিন্তু এই কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন প্রচুর সংখ্যক দক্ষ কর্মী যারা কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী। কম্পিউটার শিক্ষা এখন সকলের জন্যেই বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যয়বহুল এই শিক্ষা গ্রহণের ব্যয়ভার বাংলাদেশের সব মানুষের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

সিমেক ফাউন্ডেশন এই জায়গাটাতে খুবই সচেতনতার সাথে সচেষ্ট হয়েছে গ্রামীন জনপদকে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। গরীব অথচ আগ্রহী মানুষদের কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আবুল কালাম মন্ডলের নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন "আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" যেখানে শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহন করার সুযোগ পাবে এবং তৈরী হবে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্সধারী একজন উচ্চশিক্ষিত স্বেচ্ছা সেবকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এই কর্মসূচীটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে কিছুটা হলেও আমরা ভূমিকা রাখতে পারবো এটাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সিমেক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীন জনপদের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এটাই মূল কাজ। কাউকে দান করার চেয়ে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে মহৎ কাজ। পরিবারের একজন স্বাবলম্বী হলে পুরো পরিবার স্বাবলম্বী হয়; একটি অঞ্চল স্বাবলম্বী হলে একটি দেশ স্বাবলম্বী হয়। নারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। সেই প্রেরণা নিয়ে মানুষের কল্যাণে নারীদের প্রশিক্ষণের এই আয়োজন।

দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের সেবায় ১৯৯৮ সন থেকে একাগ্রতার সাথে সিমেক ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে নারীদের পিছনে ফেলে দেশ স্বাবলম্বী হয় না। নারীদের সামাজিক উন্নয়নে সিমেক ফাউন্ডেশনের এমন আয়োজন বিরামহীনভাবে চলতেই থাকবে। নারীদের কর্মসংস্থান তৈরী কল্পে "আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষিত নারীরা যার যার অবস্থান থেকে সামান্য হলেও পরিবারের দারিদ্র্যতা লাঘবে সক্ষম হবে।

এ কর্মসূচীর আওতায় কেবল হতদরিদ্র, বিধবা, ভূমিহীন ও অসহায় কিংবা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরাই নন; সমাজের সর্বস্তরের আগ্রহী নারীদেরকে হাতে কলমে সেলাই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। চার মাসের এ প্রশিক্ষণে সকল শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী তার দক্ষতা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যা আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য যুগোপযোগী কর্মসূচী হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যই "আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" এর অগ্রযাত্রার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে।

শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক

সিমেক গ্রুপের অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শিন-শিন জাপান হাসপাতাল। জাপান ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যৌথ উদ্যোগে আধুনিক মানসম্পন্ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই হাসপাতালটি। মূলতঃ বাংলাদেশে জাপানীজ প্রযুক্তি ও সেবার প্রক্রিয়ায় বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে একটি মডেল হাসপাতাল হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে জাপান-বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেনচার "শিন-শিন জাপান হাসপাতাল"।

শিন-শিন জাপান হাসপাতালের অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে ক্লিনিকটি। এখানে সাধারন রোগীর পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ আল্ট্রাসনোগ্রাফি, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা, মেয়েদের বয়োঃসন্ধিকালীন নানাবিধ সমস্যা এবং বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামীন জনপদের সুবিধা বঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেয়া হয়। শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক" এর আওতায় বিনামূল্যে অতীব প্রয়োজনীয় সাপ্তাহিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দিতে সিমেক ফাউন্ডেশন সদা সচেষ্ট।

রক্তদান কর্মসূচী

একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত ও মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগ নিয়েছে মানবসেবায় ব্রতী সংগঠন সিমেক ফাউন্ডেশন। স্বেচ্ছায় রক্তদাতার এক ব্যাগ মূল্যবান রক্তে মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর জীবন বাঁচে, নিজের জীবনও থাকে ঝুঁকিমুক্ত। এই মহৎ কাজে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী যে কোনো সুস্থদেহের মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে ফাউন্ডেশনের কর্মীরা। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের আশংকা কমে যায়। বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাই সারাদেশে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের তালিকা তৈরির মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কর্মীরা বদ্ধপরিকর।

মাওলানা ইব্রাহিম বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র

ইসলামের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে প্রতিটি মানুষের ইসলামের দ্বীনি শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে। ইসলামের কতিপয় আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর প্রত্যয় স্থাপন করে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর তাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজে দ্বীনি শিক্ষার আলো পৌছে দেয়ার জন্য সিমেক ফাউন্ডেশন "মাওলানা ইব্রাহিম বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক মানুষেরা সংসারের নানা ব্যস্ততার কারণে সময়ের অভাবে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের জন্য দ্বীনি বা ইলম শিক্ষার সুব্যবস্থা করা মাওলানা ইব্রাহিম বয়স্ক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষিত মাওলানা দ্বারা বয়স্কদের সূরা, কোরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা ইত্যাদির তালিম দেয়া হয়। মাওলানা ইব্রাহিম দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বয়স্করা ইলম শিক্ষা বা দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নেও ওতপ্রোতভাবে ভূমিকা পালন করবে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে সময় দেয়ার মধ্য দিয়ে বয়স্করা জীবনের অবসাদ, বার্ধক্যজনিত দুশ্চিন্তা ও একাকীত্ব থেকে মুক্তি পাবে। সমাজের নানাবিধ নেতিবাচক সঙ্গ ও স্থানীয় সান্ধ্যকালীন আড্ডা ও পরচর্চামূলক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে এই দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সার্বিকভাবে মাওলানা ইব্রাহিম দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র বয়স্কদের ইসলামের মানবিক ও নৈতিকতার শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি আলোকিত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সিমেক ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সেবামূলক কর্মকান্ডগুলোর মতোই বয়স্কদের জন্য এই দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও সমাজের উন্নয়নে পরিচালিত হবে।

নগেন্দ্র চন্দ্র পাঠাগার

সিমেক ফাউন্ডেশনের অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো সর্বস্তরের মানুষের জ্ঞানকে আলোকিত করার জন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠা। আর এরই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নগেন্দ্র চন্দ্র পাঠাগার।

নগেন্দ্র চন্দ্র পাঠাগারে শিশু-কিশোর, তরুণ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স্ক সকল বয়সী মানুষের জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন ভাষার বই। জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য মানব সম্পদের উন্নতি বিধান অত্যন্ত জরুরি। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালনপালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের পূর্ণাঙ্গ মানবীয় নীতিগুণ ও মানসিকতা বিকাশের জন্য পাঠাগার অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে সিমেক ফাউন্ডেশন পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মত উদ্যোগ নিয়ে সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। পাঠাগারের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার পেছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক তরুন সমাজ বই পড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষায় দীক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্জন, জ্ঞান অন্বেষণ ও বিদ্যা লাভ, মনের খোরাক জোগানো কিংবা অবসরের অতুলনীয় সঙ্গী হিসেবে বই তথা পাঠাগার আমাদের প্রয়োজনের এক অপরিহার্য সামগ্রী। সিমেক ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মসূচী "নগেন্দ্র চন্দ্র পাঠাগার" এর মাধ্যমে আগামী তরুণ সমাজ তার সুপ্ত জ্ঞানভান্ডারকে আরও বিকশিত করতে সক্ষম হবে।

সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব

ঐক্য, শৃঙ্খলা, মানবতা, শান্তি এই স্লোগান কে সামনে রেখে সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব এর পথচলা। উদ্দীপ্ত তারুণ্যের চেতনা নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এই অগ্রযাত্রার সঙ্গী হতে সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছে। সিমেক ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রামী জীবনে যুবসমাজকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক সমাজ গড়ার কাজে নিয়োজিত রাখতে সিমেক পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী

সামাজিক জ্ঞান অর্জন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে সুস্থ দেহে এবং সুস্থ মনে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাসের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। সবাইকে যেমনি নিজের মানবাধিকার সম্মন্ধে সচেতন হতে হবে, তেমনি নিজের অধিকারের গন্ডি যেন অন্যের অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে সর্তক থাকাও জরুরী।

তাই সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানুষকে সামাজিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রামের নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে সিমেক ফাউন্ডেশন। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা "সাপ্তাহিক সিমেক" সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিয়মিত জাতীয় দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কাউন্সেলিং, পাবলিক মোটিভেশন প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে সামাজিক এই আন্দোলনকে আমরা সবাই মিলে বেগবান করছি।

নারীর ক্ষমতায়নে সিমেক পল্লী

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেটি বিভিন্ন আর্থসামাজিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে নারীদের জীবন ধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের অসামান্য এবং কার্যকর ভূমিকাকে মর্যাদা দেয়। সিমেক ফাউন্ডেশন সাহিয়া-মজিদ বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় গরীব এবং মেধাবী ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান করে তাদের পড়াশোনা থেকে ঝড়ে পড়া রক্ষা করছে। যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন হতে পারে এবং বাল্যবিয়ে না করে জীবনকে সহজ এবং মর্যাদাপূর্ণ করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে 'শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক'। নারী ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য, বিশেষ করে মাসিক এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সচেতনতা গড়ে তুলবে।

সম্প্রতি এই ক্লিনিকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ এবং কেয়ার গিভিং নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে যা নারীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে, সন্তান জন্মদানে এবং কর্মসংস্থান উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। এখানকার নারীদের বর্তমান দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝে তাদের টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সিমেক ফাউন্ডেশন "SIMEC Polli for Women Empowerment" নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে যা নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সাহায্য করবে। নারীর ক্ষমতায়নে সিমেক পল্লী শীর্ষক এই প্রকল্পের অধীনে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হবে।

সাপ্তাহিক সিমেক

জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি হিসেবে "সাপ্তাহিক সিমেক" অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে উন্নয়নমূলক সব খবর ছাপিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও জনস্বার্থে বিনামূল্যে এই পত্রিকাটি মাসে নিয়মিত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। "সাপ্তাহিক সিমেকের" অন্যতম বিশেষ দিক হলো নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক সংবাদ, সুসংবাদ, সাফল্য এবং উন্নয়নের সব খবর দিয়ে সাজানো এর প্রতিটি পাতা। এতে আছে দেশের অগ্রগতি, উন্নতি ও সাফল্যের সব বার্তা। যা দেশের মানুষকে সহজেই সন্তুষ্টি দিতে পারে। হতাশা থেকে বেরিয়ে কিছু করার নতুন উদ্যমে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

তাছাড়াও এই পত্রিকায় দেশ-বিদেশের নানা অজানা তথ্য ছাড়াও রয়েছে সম্পাদকীয় পর্ব। যেখানে বর্তমান সময়ের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অতি সাধারণ ভাবে ফুটে উঠলেও এর মর্মার্থ অসাধারণ। হয়ত এ কারণেই "সাপ্তাহিক সিমেকের" নিয়মিত পাঠককুল এই সম্পাদকীয় লেখাটির প্রতি অনুরক্ত।

সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক শিক্ষার ভূমিকা নিয়েই সিমেক ফাউন্ডেশনের পথ চলা। সাপ্তাহিক সিমেকের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সিমেক ফাউন্ডেশনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির অন্যতম একটি হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন জনপদের জনগণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সচেতন করা, পরিচ্ছন্নতায় নিজেদের অংশগ্রহণে অভ্যস্থ করে তোলা যেন একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর, আঙ্গিনা, তথা জনপদকে সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। গড়ে তুলতে পারে একটি ছিমছাম পরিপাটি গ্রামীণ নগরী। সচেতন করার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক চেতনাবোধ তৈরী করা। আমরা প্রায়শই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দিনব্যাপী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেমে প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা পরিছন্ন করে তুলি। তাই আসুন সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন থাকি, সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখি। আর গড়ে তুলি একটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জনপদ।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, কিংবা বৈশ্বিক নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সমসাময়িক বছরগুলোতে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কঠিন চাপের মুখে পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হুহু করে বেড়ে যায় কিংবা দেখা দেয় অতীব প্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি। এ সবের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের মানুষেরা।

দেশের এমনিতর ক্রান্তিকালে সমস্যাসংকুল মানুষের পাশে দাঁড়ায় সিমেক ফাউন্ডেশন। পাশে দাঁড়ায় নগদ অর্থ নিয়ে। রান্না করা খাবার নিয়ে কিংবা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে।

মানুষ মানুষের জন্য এই চেতনার আলোকে প্রতি বছর সিমেক ফাউন্ডেশন সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তার উদ্দেশ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নআয়ের মানুষদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের সিমেক ফাউন্ডেশন। এতে সমাজের মানুষের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের ধনী-দরিদ্র শ্রেণির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। সুবিধা বঞ্চিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে একটি আদর্শ জাতি হিসেবে নিজেদের মানবিক চিন্তা চেতনার বিকাশ সাধনে সিমেক ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে।

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

শীতকালে স্বল্প আয়ের মানুষের শীতবস্ত্রের স্বল্পতা একটি জাতীয় সমস্যা। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও অনেক মানুষ শীতের দিনে শীত বস্ত্রের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট করে। শীত নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র না থাকলেও নতুন শীত বস্ত্র কেনার সামর্থ অনেকেরই থাকে না।

ফলত, শীতের মাত্রা তথা শৈত্যপ্রবাহ একটু বেড়ে গেলেই হিমশীতল পরিবেশে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বেড়ে যায় জনদুর্ভোগ। এমনি পরিস্থিতিতে সিমেক ফাউন্ডেশন এ সকল অসমর্থ, দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র শীতার্ত মানুষেরা উপকৃত হচ্ছে। সিমেক ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগটি সমাজের সচেতন মানুষের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সচেতন সমাজ সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

"দু'টি কথা"

একটি ছোট্ট বিশ্বাস আমি সর্বদা মনের মধ্যে এভাবে লালন করি যে, এই পৃথিবীতে জন্মেছি কেবল একটি বারের জন্যে। আর মৃত্যুও হবে কেবল একবারই। মৃত্যুর পর ক্ষণজন্মা এই জীবন আর ফিরে পাবো না কখনোই। ফিরে আসা যাবে না সুন্দর এই পৃথিবীতে কোনভাবেই। কাজেই, ভাল যা কিছু করার এক জনমেই করতে হবে।

আমি জন্মেছি গাঁও গেরামে; শৈশব এবং কৈশোরও কাটিয়েছি এখানেই। শুধু আমি নই; আমার মত এই বাংলার অধিকাংশ মানুষই কাটিয়েছে গাঁও গেরামে। আমরা সবাই বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে ঋণী। মাটির তৈরী মানুষেরা মৃত্যুর পরে এই মাটিতেই জায়গা নেবে। চিরতরে এই মাটির কোলে আশ্রয় নেবার আগে মাটির সেই ঋণ শোধের একটা সামান্য প্রচেষ্টা থেকে আমার শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিমাখা গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার প্রয়াসে "সিমেক ফাউন্ডেশন" এর এই পথচলা।

গ্রাম বাংলা হলো বাংলা মায়ের প্রকৃত রূপ। বাংলাকে গড়তে হলে, বাংলাকে দাঁড়াতে হলে গ্রামবাংলা নিয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে, বাংলাকে রাঙাতে হলে বাঙালীকে সাজাতে হবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি হিসেবে। সর্বদা দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এইটুকু বুঝেছি যে আমার গাঁয়ের মানুষেরা বঞ্চিত আধুনিক শিক্ষা এবং প্রকৃত চিকিৎসা সেবা থেকে। এই সব মানুষদের যদি সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, যদি আধুনিক চিকিৎসার নূন্যতম সেবা দেয়া যায়, তাহলে তারাই একদিন সবাই মিলে নিজেরাই নিজেদের গ্রামকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে।

এমনি এক সমৃদ্ধ গ্রাম বাংলার স্বপ্ন বুকে লালন করছি আমি বহু বছর ধরেই। বিশাল এই পৃথিবীতে যখন, যেখানে এবং যেভাবেই থাকি, গ্রামবাংলা থেকে যত দূরেই থাকি, সারাক্ষণ এই স্বপ্নমাখা ঘোরের মধ্যেই থাকি। হোক না এ কেবলই আমার নিভৃত ভাবনা, কেবলই স্বপ্নের ঘোর! কিন্তু এই ভাবনার স্বপ্নে বসবাসই আমাকে দেশ সেবার প্রেরণা যোগায় সারাটিক্ষণ।

জানিনা এই এক জনমে দেশের সেবা কতটুকু করে যেতে পারবো! জানি না সেই সমৃদ্ধ গ্রাম এই জনমে দেখা হবে কিনা! হয়ত দেখা হবে, হয়ত হবে না! তবুও দুঃখ কিসের!! শান্তনা এইটুকু তো থাকবে যে অন্তত একটি ভাল কাজের শুরুটা করে দিয়ে গেলাম!!!

ইঞ্জিনিয়ার সরদার মোঃ শাহীন
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

সিমেক ফাউন্ডেশন
SIMEC FOUNDATION

শোনিম টাওয়ার, ৫৫ শাহ্ মখ্দুম এভিনিউ, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
প্রজেক্ট অফিস - সিমেক পল্লী, বালিপাড়া, ময়মনসিংহ
E-mail: info@simecfoundation.org, Web: www.simecfoundation.org